



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা রিপোর্ট

রিপোর্টের সন: ২০১৭ - ২০১৮

বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

[বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
(ডিপিডিসিএল) এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ অডিট অধিদপ্তর

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা রিপোর্ট
রিপোর্টের সন: ২০১৭ - ২০১৮

প্রথম খণ্ড

বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর: ২০১৬-২০১৭


সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	-
২	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	৪-৫
৩	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৬-১৮
৪	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৮
৫	পরিশিষ্টসমূহ	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন) এ্যাঙ্ক, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সকল Public Enterprise এর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসিএল) এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আর্থিক হিসাবের ওপর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে/ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।
- ৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ০৬ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাঁর লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন) এ্যাঙ্ক, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ২৭/৭/২০২০ বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ

প্রথম খণ্ড (প্রথম অংশ)

ক্রমিক	অনু নং	আপত্তির বিবরণ	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১	২	৩	৪	৫
১.	০১.	বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ডিপিডিসিএল কর্তৃক প্রণীত সামারি অনুসারে ব্যাংক স্থিতি নিরীক্ষিত হিসাব ও বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	৩৪১,৬৬,৮৬,৮৫৩	৭-৯
২.	০২.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব ডিপিডিসিএল এর স্টোর শাখায় ভান্ডারে (উন্নয়ন) রক্ষিত উল্লিখিত স্থিতির পরিমাণ ভান্ডার অফিসের স্থিতির চেয়ে কম প্রদর্শন।	৬৭,৯২,২২,৯১৪	১০
৩.	০৩.	সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব উল্লিখিত স্থিতির সাথে ব্যাংক স্টেটমেন্টের হিসাব নম্বর ও রিকনসিলিয়েসনের স্থিতির গড়মিল।	১১,৮১,৭৪১	১১-১২
৪.	০৪.	সিডি/ভ্যাট ও প্রকল্প সাহায্য (পিএ) পরিশোধের পর তা কেন্দ্রীয় লোনের ক্যাশ বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।	১৫৮,৭১,৫৫,৪০৭	১৩-১৪
৫.	০৫.	অনিয়মিতভাবে ডিপিডিসিএল এর বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য গত নয় বছর ধরে একই নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রদান।	--	১৫-১৬
৬.	০৬.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব ডিপিডিসিএল এর স্টোর শাখায় ভান্ডারে (রাজস্ব) রক্ষিত উল্লিখিত স্থিতির পরিমাণ ভান্ডার অফিসে রক্ষিত স্থিতির চেয়ে বেশি প্রদর্শন।	৯২,১৫,৫৮,২৭৪	১৭-১৮
		মোট=	৬৬০,৫৮,০৫,১৮৯	

(কথায়: ছয়শত ষাট কোটি আটাল্ল লক্ষ পাঁচ হাজার একশত উননব্বই টাকা মাত্র)

অডিট বিষয়ক তথ্য :

নিরীক্ষা অর্থ বছর	: ২০১৬ - ২০১৭।
নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান	: ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসিএল)।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	: আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	: ০৮/০৪/২০১৮ খ্রিঃ হতে ১০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ।
নিরীক্ষার পদ্ধতি	: আর্থিক বিবরণী, রেকর্ডপত্র পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ।
রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	: মহাপরিচালক, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ অডিট অধিদপ্তর।

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ

অডিটর'স রিপোর্ট

৩০ জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ডিপিডিসিএল) এর আর্থিক অবস্থার বিবরণী, আয়-ব্যয় বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash-flow Statement) এবং গুরুত্বপূর্ণ হিসাবরক্ষণ নীতিমালার সার-সংক্ষেপ এবং অন্যান্য ব্যাখ্যা নিরীক্ষা করতঃ তথ্যাদিসহ আর্থিক বিবৃতি নিরীক্ষা করা হয়েছে। ডিপিডিসিএল এর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আর্থিক হিসাবের নিরীক্ষা মেসার্স এস এফ আহমেদ এন্ড কোং (সিএ ফার্ম) কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে।

আর্থিক বিবৃতির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে একটি আর্থিক বিবৃতি প্রণয়ন করবেন, যা সত্য ও ন্যায্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত হবে এবং উপযুক্ত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নির্ধারণ করবেন, যেন আর্থিক বিবৃতিটি ভুল বিবৃতিমুক্ত হয়।

নিরীক্ষকের দায়িত্ব

নিরীক্ষকের দায়িত্ব হলো প্রচলিত অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আর্থিক বিবৃতির উপর নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করে পরিচালিত নিরীক্ষার ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করা। নৈতিকতার মানদণ্ড ও নিরীক্ষা পরিকল্পনা মেনে আর্থিক বিবৃতিসমূহ বস্তুগত ভুল বিবৃতি মুক্ত কিনা তার ব্যাপারে যুক্তিসংগত নিশ্চয়তা প্রদান করা।

নিরীক্ষা দল জাজমেন্ট বা বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক আর্থিক বিবৃতির নিরীক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে, যেন প্রতারণা বা ভুল বিবৃতির কারণে আর্থিক বিবৃতি ভুল তথ্য প্রকাশ করছে কিনা তার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নিশ্চয়তা দিতে পারে।

কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপর নিরীক্ষা দল কোন মন্তব্য প্রকাশ করছে না। তবে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির আলোকে প্রণীত আর্থিক বিবৃতি সত্য ও ন্যায্যচিত্র প্রকাশ করছে কিনা, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিবেচনায় নিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের **Qualified Opinion** প্রকাশের ভিত্তি হিসাবে সংগৃহীত নিরীক্ষা প্রমাণকসমূহ পর্যাপ্ত ও যথাযথ। নিরীক্ষা দল হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহের যথার্থতা ও হিসাবসমূহের যৌক্তিকতা বিবেচনায় নিয়েছে এবং আর্থিক বিবৃতির সার্বিক উপস্থাপনা নিরীক্ষা প্রত্যয়ন করেছে।

Qualified Opinion প্রকাশের ভিত্তি

১। স্থানীয় রাজস্ব ব্যাংক হিসাবের ২১৭ টি ব্যাংক একাউন্টস এর স্থিতি ডিপিডিসিএল এর নিরীক্ষিত হিসাবে (Web based Accounting System) ৫,৫০,৮০,৮৮,২০৭ টাকা প্রদর্শন করা হয়েছে। তবে, নিরীক্ষা রিপোর্টে ৫,৫০,৮০,৮৮,২০৭ টাকা প্রদর্শিত হলেও বাস্তবে ৫২৮,৮২,৯৬,৫০২ টাকার স্থিতি পাওয়া গেছে অর্থাৎ নিরীক্ষা রিপোর্ট **Overstated** হয়েছে।

২। রাজস্ব ভান্ডার প্রতিবেদনে রাজস্ব ভান্ডার স্থিতির পরিমাণ ৮৩,২৫,৩২,৯৬৩ টাকা প্রদর্শন করা হলেও নিরীক্ষিত হিসাবে রাজস্ব ভান্ডার স্থিতি ১৭৫,৪০,৯১,২৩৭ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে অর্থাৎ নিরীক্ষিত হিসাবে রাজস্ব ভান্ডার স্থিতি **Overstated** হয়েছে।

অন্যদিকে, উন্নয়ন ভান্ডার প্রতিবেদনে উন্নয়ন ভান্ডার স্থিতির পরিমাণ ১৩৫,৫৮,৯৪,৩১৮ টাকা প্রদর্শন করা হলেও নিরীক্ষিত হিসাবে উন্নয়ন ভান্ডার স্থিতি ৬৭,৬৬,৭১,৪০৪ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে অর্থাৎ উন্নয়ন ভান্ডার স্থিতি **Understated** হয়েছে।

৩। স্থানীয় ব্যাংক হিসাবের ২০টি ব্যাংক একাউন্টের অন্তর্ভুক্ত মোট ১৫,২৯,২১,২০০ টাকা নিরীক্ষিত হিসাবে প্রদর্শন করা হয়নি অর্থাৎ ডিপিডিসিএল'র নিরীক্ষিত হিসাব **Understated** হয়েছে।

৪। স্থানীয় রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ১৭ টি ব্যাংক হিসাবের স্থিতি ১৩৭,৩৬,৮১,৫২৯ টাকা হলেও নিরীক্ষিত হিসাবের ব্যাংক হিসাব নম্বর এবং ব্যাংক স্টেটমেন্টের সার-সংক্ষেপ অনুযায়ী প্রণীত রাজস্ব আদায়ের বিবরণীর ব্যাংক হিসাব নম্বর এবং টাকার অংকের মিল নেই অর্থাৎ ডিপিডিসিএল হিসাব প্রণয়নের বেইজ নির্ধারণে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন না।

৫। ডিপিডিসিএল কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষিত হিসাবে উল্লিখিত ১৯টি ব্যাংক হিসাব স্থিতির বিপরীতে ব্যাংক স্টেটমেন্ট সরবরাহ করতে পারেনি, ফলে ১৯,৯৭,৮৮,১৯৭ টাকা জমার স্থিতির বিষয়ে অডিট নিশ্চয়তা প্রদান করতে সক্ষম হয়নি।

৬। স্থানীয় রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ১০৩ টি ব্যাংক হিসাবে ১৬৯,০২,৯৫,৯২৭ টাকা স্থিতির বিপরীতে বার্ষিক প্রতিবেদনে যে সমস্ত ব্যাংক হিসাব নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে বাস্তবে ডিপিডিসিএল কর্তৃক প্রণীত ব্যাংক স্টেটমেন্টের সার-সংক্ষেপে রাজস্ব আদায়ের বিবরণী পরীক্ষা করে দেখা যায় ঐ সমস্ত ব্যাংক হিসাব নম্বরের পরিবর্তে ভিন্ন হিসাব নম্বরে সমপরিমাণ অর্থ প্রদর্শিত হয়েছে তাই রাজস্ব সংগ্রহ সার-সংক্ষেপের সাথে ডিপিডিসিএল এর বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাব নম্বরে গড়মিল বিদ্যমান অর্থাৎ ডিপিডিসিএল এর বার্ষিক হিসাব Materially Misstated হয়েছে।

Qualified Opinion

নিরীক্ষকের মতে Qualified Opinion প্রকাশের ভিত্তি অংশে উল্লিখিত বক্তব্য ব্যতীত ডিপিডিসিএল এর ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত নিরীক্ষিত হিসাবের অন্যান্য আর্থিক বিবৃতি সমূহ True and fair view প্রকাশ করেছে। ডিপিডিসিএল এর আর্থিক কর্মকৃতি (Performance), নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash-flow) ইত্যাদি বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (BFRS) অনুসরণে তৈরী করা হয়েছে। অধিকন্তু নিরীক্ষক এই মর্মে প্রত্যয়ন দিচ্ছে যে, ডিপিডিসিএল এর ক্ষেত্রে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়েছে।

অন্যান্য আইনগত ও নিয়ন্ত্রক দাবীসমূহের উপর প্রতিবেদনঃ

ক) সংগৃহীত তথ্য ও ব্যাখ্যাসমূহ আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ও নিরীক্ষাযোগ্য।

খ) আমাদের মতে যে সমস্ত হিসাবের বইসমূহ নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়েছে তা হিসাবরক্ষণের আইন মেনে সংরক্ষিত হয়েছে।

গ) বৈদেশিক সাহায্যপুঁজি প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনরকম ক্যাশবই সংরক্ষণ করা হয় না, যা হিসাবরক্ষণ বিধি-বিধান অনুযায়ী সংরক্ষণ করা আবশ্যিক।

(মোঃ মোস্তফা কামাল)

মহাপরিচালক

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ অডিট অধিদপ্তর

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

আর্থিক হিসাব সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম : বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ডিপিডিসিএল কর্তৃক প্রণীত সামারি অনুসারে ৩৪১,৬৬,৮৬,৮৫৩ (তিনশত একচল্লিশ কোটি ছেষটি লক্ষ ছিয়াশি হাজার আটশত তিগ্নান্ন) টাকার ব্যাংক স্থিতি নিরীক্ষিত হিসাব ও বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বিবরণ :

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসিএল), ঢাকা অফিসের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আর্থিক হিসাব ০৮-০৪-২০১৮ খ্রিঃ হতে ১০-০৬-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

নিরীক্ষিত হিসাব ও ডিপিডিসিএল'র আর্থিক প্রতিবেদনে স্থানীয় ডিসবার্সমেন্ট ব্যাংক হিসাবের ২০ টি ব্যাংকের ব্যাংক হিসাব স্থিতি, নিরীক্ষিত হিসাব ও ডিপিডিসিএল'র বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায়:

(ক) ব্যাংক স্থিতি থাকা সত্ত্বেও নিরীক্ষিত হিসাবে প্রদর্শন করা হয়নি : ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারির ২০ টি ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৫,২৯,২১,২০০ টাকার ব্যাংক স্থিতি বিদ্যমান থাকলেও তা বার্ষিক রিপোর্ট ও নিরীক্ষিত হিসাবে প্রদর্শন/অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ডিপিডিসিএল এর যাবতীয় ব্যাংক স্থিতি নিরীক্ষিত হিসাব, বার্ষিক প্রতিবেদন, ক্যাশ বহিতে অন্তর্ভুক্ত করার নিয়ম থাকলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা করেনি। ফলে স্থানীয় রেভিনিউ কালেকশন ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত ১৫,২৯,২১,২০০ টাকা সরকারি/সংস্থার হিসাব বহির্ভূত রয়েছে [পরিশিষ্ট-১(১)]।

(খ) নিরীক্ষিত হিসাবে উল্লিখিত ব্যাংক স্থিতির সাথে ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারিতে উল্লিখিত স্থিতির গড়মিল : ১৭ টি স্থানীয় ডিসবার্সমেন্ট ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, নিরীক্ষিত হিসাবের ব্যাংক স্থিতির সাথে ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারির গড়মিল বিদ্যমান। এ ১৭টি হিসাবের নম্বরে কোন মিল পাওয়া যায়নি এবং টাকার অংকও এক নয়। যেমন- অগ্রণী ব্যাংক, তেজগাঁও শাখার, এসটিডি হিসাব নং- ০২৫৫০৬০০০-১৭২ বলে নিরীক্ষিত হিসাবে উল্লেখ করা হলেও ব্যাংক স্টেটমেন্টে ০২০০০০০৬৯২ এবং টাকার অংক ১,৩৯,৫৮,৭৬০ ও ১৩৮,৩০,৪০৪ টাকা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ নিরীক্ষিত হিসাবে টাকার অংক এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারিতে উল্লিখিত টাকার অংকের মধ্যে ১,২৮,৩৫৬ টাকা গড়মিল বিদ্যমান। অনুরূপভাবে, ১৭টি ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারি ও নিরীক্ষিত হিসাবে উল্লিখিত স্থিতির মধ্যে ১৩৭,৩৬,৮১,৫২৯ টাকা গড়মিল বিদ্যমান [পরিশিষ্ট-১(২)]।

(গ) নিরীক্ষিত হিসাবে ব্যাংক হিসাব নম্বরের উল্লেখ থাকলেও ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারিতে উক্ত হিসাব নম্বরসমূহ পাওয়া যায়নি : নিরীক্ষিত হিসাবে উল্লিখিত ১৯ টি ব্যাংক হিসাবে ১৯,৯৭,৮৮,১৯৭ টাকা স্থিতির বিপরীতে ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারিতে কোন ব্যাংক হিসাব নম্বর পাওয়া যায়নি [পরিশিষ্ট-১(৩)]।

(ঘ) ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারি ও নিরীক্ষিত হিসাবে উল্লিখিত ব্যাংক হিসাব নম্বরের গড়মিলঃ ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারিতে উল্লিখিত ১০৩ টি ব্যাংক হিসাবের হিসাব নম্বরের সাথে নিরীক্ষিত হিসাবে উল্লিখিত ব্যাংক হিসাব নম্বরের গড়মিল বিদ্যমান। যেমন- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আগামশি লেন শাখা, ঢাকা এর ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারি অনুযায়ী হিসাব নং- ০৪৬৬৪০০২০০০০০০১০ এ ২,৩৯,৫৩,৭৫৫ টাকা জমা আছে। নিরীক্ষিত হিসাব উক্ত হিসাবের পরিবর্তে হিসাব নং-সিডি ০৪৬৬৪০০২০০০০০০১১২ এর বিপরীতে উক্ত টাকা জমা প্রদর্শিত হয়েছে। অনুরূপভাবে, নিরীক্ষিত হিসাব ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারি অনুযায়ী ১০৩টি ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে ১৬৯,০২,৯৫,৯২৭ টাকা জমা প্রদর্শিত হলেও হিসাব নম্বরে গড়মিল বিদ্যমান [পরিশিষ্ট-১(৪)]। মোট টাকার পরিমাণ পরিশিষ্ট ১(১-৪) = ৩৪১,৬৬,৮৬,৮৫৩ টাকা।

অনিয়মের কারণ :

ডিপিডিসিএল'র ব্যাংক স্টেটমেন্টের হিসাব নম্বর যাচাই না করেই টাকার অংক নিরীক্ষিত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

(ক) ব্যাংক স্থিতি থাকা সত্ত্বেও নিরীক্ষিত হিসাবে উক্ত স্থিতি প্রদর্শন না করা প্রসঙ্গে ২০ (বিশ)টি ব্যাংক স্টেটমেন্ট এর ব্যালেন্স নিরীক্ষা রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রমাণক হিসাবে পরিশিষ্টে উল্লিখিত ব্যাংকগুলির ক্রমিক নং অনুযায়ী নিরীক্ষা রিপোর্টে চিহ্নিত করা হলো।

(খ) নিরীক্ষিত হিসাবে উল্লিখিত ব্যাংক স্থিতির সাথে ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারিতে উল্লিখিত স্থিতির গড়মিল প্রসঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক জবাবে জানায় যে, নিরীক্ষা রিপোর্টে সকল লোকাল রেভিনিউ কালেকশন ব্যাংক হিসাবের যোগফল বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ হিসাবের সকল লোকাল রেভিনিউ হিসাবের জমাকৃত টাকা ডিপিডিসিএল'র হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আপত্তির দুটি অংশ আছে। প্রথমত : বিভিন্ন ব্যাংকে লোকাল রেভিনিউ হিসাবগুলি রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে বিভিন্ন রাজস্ব আদায়কারী দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে খোলা হয়েছে। অধিকাংশ ব্যাংক হিসাবগুলি যখন খোলা হয়েছে তখন ব্যাংক থেকে যে হিসাব নম্বর প্রদান করা হয় সে হিসাব নম্বর ডিপিডিসিএল'র নিরীক্ষিত একাউন্টিং সিস্টেমে পোস্টিং করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যাংকগুলি সকল হিসাব নম্বর ১৩ ডিজিটে রূপান্তর করা হয়। ব্যাংক কর্তৃক ১৩ ডিজিট এর হিসাব নম্বর প্রদানের পর কিছু ব্যাংকের হিসাব নম্বর ডিপিডিসিএল'র নিরীক্ষিত একাউন্টিং সিস্টেমে সংশোধন করা হয়েছে এবং কিছু ব্যাংকের হিসাব নম্বর ডিপিডিসিএল'র নিরীক্ষিত একাউন্টিং সিস্টেমে সংশোধন করা হয়নি।

(গ) নিরীক্ষিত হিসাবে ব্যাংক হিসাব নম্বরের উল্লেখ থাকলেও ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারিতে উক্ত হিসাব নম্বরসমূহ না পাওয়া প্রসঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক জবাবে জানায় যে, ব্যাংক হিসাবের ১৪১,৬০,৮৯,৫৮৮.০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়েছে এবং নিরীক্ষা রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(ঘ) ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারি ও নিরীক্ষিত হিসাবে উল্লিখিত ব্যাংক হিসাব নম্বরের গড়মিল প্রসঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক জবাবে জানায় যে, বিভিন্ন ব্যাংকে লোকাল রেভিনিউ হিসাবগুলি রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে বিভিন্ন রাজস্ব আদায়কারী দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে খোলা হয়েছে। অধিকাংশ ব্যাংক হিসাবগুলি যখন খোলা হয়েছে তখন ব্যাংক থেকে যে হিসাব নম্বর প্রদান করা হয় সে হিসাব নম্বর ডিপিডিসিএল'র নিরীক্ষিত একাউন্টিং সিস্টেমে পোস্টিং করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যাংকগুলি সকল হিসাব নম্বর ১৩ ডিজিটে রূপান্তর করা হয়।

অডিটের মন্তব্য :

❖ তাৎক্ষণিক জবাবের সাথে প্রমাণক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

(ক) ব্যাংক স্থিতি থাকা সত্ত্বেও নিরীক্ষিত হিসাবে উক্ত স্থিতি প্রদর্শন না করার বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণক সংযুক্ত করা হয়েছে তা ব্যাংক স্টেটমেন্ট নয়। প্রমাণকগুলো ডিপিডিসিএল'র ভাউচার, ব্যাংক কালেকশন স্টেটমেন্ট। ব্যাংক কালেকশন স্টেটমেন্ট ও ভাউচার এর সাথে রিকনসাইল করে আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি। আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে প্রতিটি ব্যাংকের ব্যাংক স্টেটমেন্ট এর সাথে রিকনসাইল করে। আপত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে সমস্ত ব্যাংক স্টেটমেন্ট (২০টি) এর স্থিতি নিরীক্ষিত হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। ১৫,২৯,২১,২০০ টাকার বিপরীতে ব্যাংক

স্টেটমেন্ট থাকলেও তা নিরীক্ষিত হিসাব হিসাবভুক্ত করা হয়নি। অর্থাৎ নিরীক্ষিত হিসাবে ডিপিডিসিএল'র সমস্ত আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্ত হয়নি পরিশিষ্ট ১(১) [ক্রমিক নম্বর ১-২০ পর্যন্ত]।

(খ) নিরীক্ষিত হিসাবে উল্লিখিত ব্যাংক স্থিতির সাথে ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারিতে উল্লিখিত স্থিতির গড়মিলের বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণক সংযুক্ত করা হয়েছে তা ১৭ টি হিসাব সম্বলিত একটি রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট যাতে কোন স্বাক্ষর নেই। স্বাক্ষরবিহীন স্টেটমেন্টকে প্রমাণক হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। অধিকন্তু স্টেটমেন্টের বিপরীতে হিসাব ভিত্তিক কোন ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন সংযুক্ত করা হয়নি। জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে আদায়কারী দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে খোলা হিসাবগুলো পরবর্তীতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ১৩ ডিজিটে রূপান্তর করায় হিসাব নম্বরে গড়মিল দেখা দিয়েছে যা পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে। অর্থাৎ জবাবে হিসাব নম্বরের গড়মিল ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও নিরীক্ষিত হিসাব স্থিতির গড়মিল আছে মর্মে অডিট প্রতিষ্ঠান স্বীকার করেছেন পরিশিষ্ট-১(২)।

(গ) নিরীক্ষিত হিসাবে উল্লিখিত ব্যাংক হিসাব নম্বরের উল্লেখ থাকলেও ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারিতে উক্ত হিসাব নম্বরসমূহের যে সমস্ত প্রমাণক সংযুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে ক্রমিক নং-২, ১১, ১২, ১৪, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬ এবং ৩৭ = ১৮ টি ব্যাংক স্টেটমেন্ট জবাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় তা আপত্তি হতে প্রত্যাহার করা হলো। অবশিষ্ট ক্রমিক নং- ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৪, ২৭, ২৮ ও ২৯ = ১৯ টির জড়িত টাকার পরিমাণ ১৯,৯৭,৮৮,১৯৭ এর প্রমাণক সরবরাহ করা হয়নি [পরিশিষ্ট-১(৩) এর ক্রমিক নম্বর ১-৩৭]।

(ঘ) ব্যাংক স্টেটমেন্ট সামারি ও নিরীক্ষিত হিসাবে উল্লিখিত ব্যাংক হিসাব নম্বরের গড়মিলের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদায়কারী দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে খোলা হিসাবগুলো পরবর্তীতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ১৩ ডিজিটে রূপান্তর করায় হিসাব নম্বরে গড়মিল দেখা দিয়েছে যা পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে মর্মে স্বীকার করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-১(৪)]।

- ❖ উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২২-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১০-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়।
- ❖ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরিত সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবেও অনুরূপ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ :

এমতাবস্থায়, নিরীক্ষিত হিসাব ডিপিডিসিএল'র সমস্ত আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্ত না হওয়া; হিসাব নম্বরের গড়মিল এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও নিরীক্ষিত হিসাবের স্থিতির গড়মিল; জমার সমর্থনে ব্যাংক স্টেটমেন্ট না পাওয়া এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লিখিত ব্যাংকের হিসাব নম্বরে মিল না থাকায় ৩০শে জুন, ২০১৭খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব True and Fair চিত্র দিচ্ছে না। অর্থাৎ নিরীক্ষিত হিসাব ভুলভাবে উপস্থাপিত হওয়ায় তা সংশোধন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং- ০২

শিরোনাম : ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী ডিপিডিসিএল এর স্টোর শাখায় রক্ষিত ভান্ডার (উন্নয়ন) হিসাবে উল্লিখিত স্থিতির পরিমাণ ভান্ডার অফিসের স্থিতির চেয়ে ৬৭,৯২,২২,৯১৪ (সাতষট্টি কোটি বিরানব্বই লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত চৌদ্দ) টাকা কম প্রদর্শন ।

বিবরণ :

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসিএল) ঢাকা, অফিসের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আর্থিক হিসাব ০৮-০৪-২০১৮ খ্রিঃ হতে ১০-০৬-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয় ।

- ❖ নিরীক্ষাকালীন ৩০ শে জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাব (ওয়েববেসড হিসাব) পর্যালোচনা করা হয় ।
- ❖ নিরীক্ষিত হিসাব উন্নয়ন ভান্ডার স্থিতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৬৭,৬৬,৭১,৪০৪ টাকা। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (স্টোর) অফিস ও নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ভান্ডার কর্তৃক সরবারহকৃত স্টোর হিসাব যাচাই করে দেখা যায় উন্নয়ন ভান্ডারে স্থিতির পরিমাণ ১৩৫,৫৮,৯৪,৩১৮ টাকা। ফলে ভান্ডার অফিসের বাস্তব স্থিতির চেয়ে নিরীক্ষিত হিসাব (১৩৫,৫৮,৯৪,৩১৮-৬৭,৬৬,৭১,৪০৪)=৬৭,৯২,২২,৯১৪ (সাতষট্টি কোটি বিরানব্বই লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত চৌদ্দ) টাকা কম প্রদর্শিত হয়েছে অর্থাৎ নিরীক্ষিত হিসাব Understated হয়েছে [পরিশিষ্ট-২]।

অনিয়মের কারণ :

ভান্ডার (উন্নয়ন) স্থিতির সঠিক হিসাব ডিপিডিসিএল এর নিরীক্ষিত হিসাবে আনয়ন করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ❖ কাজের সুবিধা, ভান্ডারের ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে অনেক সময় নির্বাহী প্রকৌশলী, স্টোর ম্যানেজমেন্ট (রাজস্ব) এর আওতাধীন ভান্ডারে ডিপিডিসিএল রাজস্ব ও প্রকল্প (উন্নয়ন) উভয় খাতের মালামাল সংরক্ষণ করা হয়।
- ❖ মালামাল প্রাপ্তির সাথে সাথেই ভান্ডারে হিসাবভুক্ত করা হয় কিন্তু বিল পরিশোধের সময় একাউন্টিং সিস্টেমে হিসাবভুক্ত করা হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে অর্থ বছর শেষে ভান্ডারে মালামালের পরিমাণ এবং বার্ষিক হিসাব বিবরণীতে উল্লিখিত মালামালের পরিমাণ একই নাও হতে পারে।

অডিটের মন্তব্য :

- ❖ ডিপিডিসিএল'র বিল পরিশোধ ও হিসাব সিস্টেমের উপর আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি। আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে উন্নয়ন ভান্ডার স্থিতির উপর। জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে ভান্ডার মালামাল প্রাপ্তির সাথে সাথেই তা হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। নিরীক্ষা কর্তৃক উক্ত হিসাবের ৩০ জুন তারিখের সমাপনী স্থিতির উপর আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। উন্নয়ন ভান্ডারের ৩০ জুন ২০১৭ খ্রিঃ তারিখের সমাপনী জের এবং নিরীক্ষিত হিসাবের সমাপনী জেরের মধ্যে ৬৭,৯২,২২,৯১৪ টাকার পার্থক্য অর্থাৎ ভান্ডারে (উন্নয়ন) যত মালামাল আছে তার চেয়ে ৬৭,৯২,২২,৯১৪ টাকার মালামাল নিরীক্ষিত হিসাব কম প্রদর্শন করা হয়েছে। যে সমস্ত মালামাল ভান্ডারে প্রবেশ করেছে ও যে সমস্ত মালামাল ইস্যু করা হয়েছে তা সমন্বয় করেই ভান্ডার হিসাব তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং ভান্ডারের মালামালের চেয়ে কম মালামাল নিরীক্ষিত হিসাব প্রদর্শনের সুযোগ নেই।
- ❖ উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২২-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১০-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়।
- ❖ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরিত সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবেও অনুরূপ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ :

- ❖ উন্নয়ন ভান্ডারের স্থিতির চেয়ে কম স্থিতি নিরীক্ষিত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকায় ৩০ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব True and Fair চিত্র দিচ্ছে না। অর্থাৎ নিরীক্ষিত হিসাব ভুলভাবে উপস্থাপিত হওয়ায় তা সংশোধন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনাম : সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাবে উল্লিখিত স্থিতির সাথে ব্যাংক স্টেটমেন্টের হিসাব নম্বর ও রিকনসিলিয়েশনের স্থিতির গড়মিলের পরিমাণ ১১,৮১,৭৪১ (এগারো লক্ষ একাশি হাজার সাতশত একচল্লিশ) টাকা।

বিবরণ :

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসিএল), ঢাকা অফিসের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আর্থিক হিসাব ০৮-০৪-২০১৮ খ্রিঃ হতে ১০-০৬-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- ❖ নিরীক্ষিত হিসাব স্থানীয় ডিসবার্সমেন্ট ব্যাংক হিসাবের ০৯ টি ব্যাংক হিসাব স্থিতি, নিরীক্ষিত হিসাব, রিকনসিলিয়েশন ও ডিপিডিসিএল'র বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায়:
- ❖ ০৯ টি ব্যাংক হিসাবের মধ্যে ক্রমিক নং ১-৪ (০৪) টি ব্যাংক হিসাব নম্বর যথাযথ নেই। উক্ত ০৪ টি ব্যাংক হিসাবে ২৬,৬৯,৬২৫ টাকা জমা দেখানো হয়েছে কিন্তু বাস্তবে উক্ত হিসাবসমূহের বিপরীতে কোন অর্থ জমা নেই মর্মে রিকনসিলিয়েশন ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট পর্যালোচনায় পাওয়া যায় (পরিশিষ্ট-৩)।
- ❖ পরিশিষ্ট-৩ এর ক্রমিক নং ৫, ৬ ও ৭ পর্যালোচনায় দেখা যায়, নিরীক্ষিত হিসাব ও বার্ষিক প্রতিবেদনে যে অর্থ স্থিতি দেখানো হয়েছে ক্যাশ বইয়ে তার চেয়ে ১০,২৪,৫২৭ টাকা বেশি স্থিতি আছে। অর্থাৎ নিরীক্ষিত হিসাব ও বার্ষিক প্রতিবেদনে কম স্থিতি দেখানো হয়েছে।
- ❖ পরিশিষ্ট-৩ এর ক্রমিক নং- ৮ ও ৯ পর্যালোচনায় দেখা যায়, নিরীক্ষিত হিসাব ও বার্ষিক প্রতিবেদনে যে অর্থ স্থিতি দেখানো হয়েছে ক্যাশ বইয়ে তার চেয়ে ১,৫৭,২১৪ টাকা কম স্থিতি আছে। অর্থাৎ নিরীক্ষিত হিসাব ও বার্ষিক প্রতিবেদনে বেশি স্থিতি দেখানো হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

নিরীক্ষিত হিসাবের সাথে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ভুল রিকনসিলিয়েশন করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ❖ আপত্তির পরিশিষ্ট-৩ তে বর্ণিত ক্রমিক নং ০১ হতে ০৪ পর্যন্ত ০৪ টি ব্যাংকের হিসাব নম্বর একাউন্টিং সিস্টেমে সঠিক আছে কিন্তু উক্ত হিসাব নম্বর এর ডিজিট বেশি হওয়ায় Microsoft Excel এ প্রদর্শন করলে শেষ ডিজিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে শূন্য হয়ে যায়।
- ❖ ক্রমিক নং ০৫ এর ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট এবং অডিট রিপোর্ট এ উল্লিখিত স্থিতির পরিমাণ ১,৭৭,২২৮ অর্থাৎ কোন গড়মিল নেই। যদিও আপত্তিতে স্থিতির পরিমাণ ভুলবশত: ৭০,৪৪১ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে।
- ❖ ক্রমিক নং ০৫ তে ২৯ জুন ২০১৭ তারিখে ০৩ টি ভাউচার যথাক্রমে ১৭১৮৮০০৪৫৫ (টাকা-১,৯৯,১৪২), ১৭১৮৮০০৪৫৬ (টাকা-২,৭৬,৭০০) এবং ১৭১৮৮০০৪৬২ (টাকা-২৮,৫২০) এন্ট্রি করার পূর্বেই ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছিল। ফলে মোট (১৯৯,১৪২ + ২৭৬,৭০০ + ২৮,৫২০) ৫,০৪,৩৬২ টাকা পার্থক্য প্রদর্শিত হচ্ছে।
- ❖ ক্রমিক নং ০৬ এর ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট এবং অডিট রিপোর্ট এ উল্লিখিত স্থিতির পরিমাণ ৫১,০৪,৯৮১ টাকা অর্থাৎ কোন গড়মিল নেই। যদিও আপত্তিতে ভুলবশত: ৫১,০৪,৯৮১ টাকার পরিবর্তে নিরীক্ষক কর্তৃক ৫১,০৬,৮২১ উল্লেখ করা হয়েছে।
- ❖ ক্রমিক নং ০৭ এর ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট এবং অডিট রিপোর্ট এ উল্লিখিত স্থিতির পরিমাণ ২৮,৪২,৪১৯ টাকা অর্থাৎ কোন গড়মিল নেই। নিরীক্ষক কর্তৃক আপত্তিতে ভুলবশত ২৮,৪২,৪১৯ টাকার পরিবর্তে ৩৩,৬০,৭৪৪ উল্লেখ করা হয়েছে।
- ❖ ক্রমিক নং ০৮ এর ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট এবং অডিট রিপোর্ট এ উল্লিখিত স্থিতির পরিমাণ ৮,২৯,৩৩৫ টাকা অর্থাৎ কোন গড়মিল নেই। নিরীক্ষক কর্তৃক আপত্তিতে ভুলবশত ৮,২৯,৩৩৫ টাকার পরিবর্তে ৮,০৯,৩৬৬ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে।
- ❖ ক্রমিক নং ০৯ এর ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট এবং অডিট রিপোর্ট এ উল্লিখিত স্থিতির পরিমাণ ১,০১,৮২,১৬৪ টাকা অর্থাৎ কোন গড়মিল নেই। নিরীক্ষক কর্তৃক আপত্তিতে ভুলবশত ১,০১,৮২,১৬৪ টাকার পরিবর্তে ১,০০,৪৪,৯১৯ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য :

- ❖ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ব্যাংকের হিসাব নং- Microsoft Excel এ প্রদর্শন করলে শেষ ডিজিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে শূন্য হয়ে যায় বক্তব্যটি যথার্থ নহে। কারণ নিরীক্ষাদল নিরীক্ষিত হিসাব ও নিরীক্ষার দলিলাদি Microsoft Excel এ সম্পাদন করেছে তাতে শেষের কোন ডিজিট পরিবর্তিত হয়ে শূন্য পরিণত হয়নি।
- ❖ পরিশিষ্টের অবশিষ্ট ক্রমিক নং- ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ এর ক্যাশ বই ব্যালেন্স ও নিরীক্ষিত হিসাব ব্যালেন্স যথাযথভাবে উদ্ধৃত থাকায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পরিশিষ্টের ক্রমিক নং- ৫ এ নিরীক্ষিত হিসাব জনতা ব্যাংক, নবাব আব্দুল গণি রোড, কর্পোরেট শাখার হিসাব নং- এসটিডি ০০৪০০১৮৯৭ এ ২,৯৬,৭১৫ টাকা স্থিতি আছে মর্মে পাওয়া যায়। একই হিসাব নম্বরে রিকনসিলিয়েশন তথা ক্যাশ বইয়ের স্থিতি পাওয়া গেছে ৮,০১,০৭৭ টাকা। অর্থাৎ বিবরণীতে গড়মিল বিদ্যমান।
- ❖ অনুরূপভাবে ৬, ৭, ৮ ও ৯ এর ক্যাশ বই ব্যালেন্স এর সাথে যে স্থিতি পাওয়া গেছে সেখানে গড়মিল বিদ্যমান।
- ❖ উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২২-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১০-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
- ❖ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরিত সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবেও অনুরূপ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ :

নিরীক্ষিত হিসাবের ০৪ টি হিসাবের বিপরীতে যে স্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা ক্যাশ বইয়ে পাওয়া যায়নি। আবার ৫টি হিসাবের বিপরীতে যে স্থিতি নিরীক্ষিত হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে ক্যাশ বইয়ে তার চেয়ে কম/বেশি স্থিতি পাওয়া গেছে বিধায় ৩০ জুন ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব ও বার্ষিক প্রতিবেদন True and Fair চিত্র দিচ্ছে না। অর্থাৎ নিরীক্ষিত হিসাব Misstated হওয়ায় তা সংশোধন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনাম : সিডি/ভ্যাট ও প্রকল্প সাহায্য (পিএ) বাবদ ১৫৮,৭১,৫৫,৪০৭ (একশত আটান্ন কোটি একাত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারশত সাত) টাকা পরিশোধের পর তা কেন্দ্রীয় লেনের ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

বিবরণ :

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসিএল), ঢাকা অফিসের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আর্থিক হিসাব ০৮-০৪-২০১৮ খ্রিঃ হতে ১০-০৬-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষা রিপোর্ট ও ডিপিডিসিএল'র নিরীক্ষিত হিসাবের প্রপার্টি, প্লাস্ট ও ইকুইপমেন্ট নোটের এন্ট্রিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। পরিশিষ্ট-৭ এ বর্ণিত ভাউচার নং ১৭২১৮০০২৮৭ তারিখঃ ২২/০৬/২০১৭; ভাউচার নং ১৭২১৮০০৩১৬ তারিখঃ ২১/০৬/১৭; ভাউচার নং ১৭২১৮০০২৩৭ তারিখঃ ২৪/০৫/১৭ ও ভাউচার নং ১৭২১৮০০০৮৪ তারিখঃ ০৫/০৯/১৬, পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ❖ ভাউচার নং- ১৭২১৮০০২৮৭, তারিখঃ ২২/০৬/১৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে যন্ত্রপাতি আমদানি করে তার বিপরীতে ১৪,১৪,৯২,১৬৬ টাকা সিডি ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত লেনদেনটি ডিজিএম কেন্দ্রীয় লোন এর ক্যাশ বহিতে এন্ট্রি করা হয়নি।
- ❖ ভাউচার নং- ১৭২১৮০০৩১৬, তারিখঃ ২১/০৬/১৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে যন্ত্রপাতি আমদানি করে তার বিপরীতে ৭৪,৩৭,২৮,৩৩৯ টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত লেনদেনটি ডিজিএম কেন্দ্রীয় লোন এর ক্যাশ বহিতে এন্ট্রি করা হয়নি।
- ❖ ভাউচার নং- ১৭২১৮০০২৩৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে যন্ত্রপাতি আমদানি করে তার বিপরীতে ৩৫,৫৮,২৫,৬৬৭ টাকা সিডি ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত লেনদেনটি ডিজিএম কেন্দ্রীয় লোন এর ক্যাশ বহিতে এন্ট্রি করা হয়নি।
- ❖ ভাউচার নং ১৭২১৮০০০৮৪ তারিখঃ ০৫/০৯/১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঠিকাদারকে ৩৪,৬১,০৯,২৩৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত লেনদেনটি ডিজিএম কেন্দ্রীয় লোন এর ক্যাশ বহিতে এন্ট্রি করা হয়নি।
- ❖ এমতাবস্থায় দেখা যাচ্ছে (১৪,১৪,৯২,১৬৬ + ৭৪,৩৭,২৮,৩৩৯ + ৩৫,৫৮,২৫,৬৬৭ + ৩৪,৬১,০৯,২৩৫)= ১৫৮,৭১,৫৫,৪০৭ (একশত আটান্ন কোটি একাত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারশত সাত) টাকার লেনদেন নিরীক্ষিত হিসাবে (ওয়েববেসড) প্রদর্শন করা হলেও কেন্দ্রীয় ক্যাশ বহিতে তা প্রদর্শন করা হয়নি (পরিশিষ্ট-৪)।

অনিয়মের কারণ :

- ❖ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার ফলে অর্থ লেনদেনের সাথে সাথেই তা ক্যাশবহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ❖ ভাউচার নং-১৭২১৮০০২৮৭, তাং-২২/০৬/২০১৭ এবং ভাউচার নং-১৭২১৮০০২৩৭, তাং-২৪/০৫/২০১৭ প্রকল্পের CD/VAT পরিশোধ সম্পর্কিত ভাউচার যা ডিপিডিসিএল'র কোন ব্যাংক হিসাবের সাথে সম্পর্কিত নহে বিধায় লেনদেন দুইটি ক্যাশবুকে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। প্রকল্পের CD/VAT এর অর্থ সরাসরি কাস্টম হাউজে জমা হয় এবং সেখান থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। কাস্টম হাউজ ও প্রকল্পভিত্তিক CD/VATG লেজার বহি সংরক্ষণ করা হয়।
- ❖ ভাউচার নং-১৭২১৮০০৩১৬, তাং-২১/০৬/২০১৭ এবং ভাউচার নং-১৭২১৮০০০৮৪, তাং-০৫/০৯/২০১৭ প্রকল্প সাহায্যের (PA) আওতায় মালামালের বিল পরিশোধের জন্য ভাউচার করা হয় যা Loan Agency (ADB, AFD,

KFW) কর্তৃক সরাসরি ঠিকাদারের ব্যাংক হিসাবে পরিশোধিত হয়। এই ক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্যের (PA) অর্থ ডিপজিটসিএল'র কোন ব্যাংক হিসাবে জমা বা উত্তোলিত হয় না বিধায় ক্যাশ বুক লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তবে Loan Register G Loan Agency ভিত্তিক চুক্তি অনুযায়ী হিসাবভুক্ত করা হয়।

- ❖ ভাউচার নং-১৭৫০১০০০৩৩, তাং-৩০/০৬/২০১৭ (ভাউচারটি দুই বার উল্লেখ করা হয়), ভাউচার নং-১৭৫০১০০০২৭, তাং-৩০/০৬/২০১৭ এবং ভাউচার নং-১৭৫০১০০২১, তাং-৩০/০৬/২০১৭ DSL Adjustment Entry/Adjustment Entry যা ব্যাংকের সাথে সম্পর্কিত নয় বিধায় ক্যাশবুকে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

অডিটের মন্তব্য :

- ❖ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। সিডি/ভ্যাট চেকের মাধ্যমে পরিশোধিত হয় এবং পরিশোধের পর ভাউচারসমূহ কেন্দ্রীয় লোন অফিসে সংরক্ষণ করা হয়। তাই সিডি/ভ্যাট কেন্দ্রীয় লোন অফিসের ক্যাশ বহিতে এন্ট্রি করা আবশ্যিক।
- ❖ প্রকল্প সাহায্য (পিএ) এর টাকা যেহেতু কেন্দ্রীয় লোন অফিস কর্তৃক পরিশোধিত হয়, তাই উক্ত টাকা কেন্দ্রীয় লোন অফিসের ক্যাশ বহিতে এন্ট্রি করা আবশ্যিক।
- ❖ উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২২-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১০-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
- ❖ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরিত সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবেও অনুরূপ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ :

সিডি/ভ্যাট, প্রকল্প সাহায্য (পিএ) কেন্দ্রীয় লোন অফিসের ক্যাশ বহিতে এন্ট্রি না হওয়ায় তা নিরীক্ষিত হিসাবে প্রতিফলিত হয়নি। তাই নিরীক্ষিত হিসাব True and Fair চিত্র দিচ্ছে না। অর্থাৎ নিরীক্ষিত হিসাব ভুলভাবে উপস্থাপিত হওয়ায় তা সংশোধন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে ডিপিডিসিএল এর বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য গত ০৯(নয়) বছর ধরে একই নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রদান।

বিবরণ :

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসিএল), ঢাকা অফিসের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১০-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ডিপিডিসিএল কর্তৃক সরবরাহকৃত ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বৎসরের আর্থিক হিসাবের উপর এস এফ আহমেদ এন্ড কোং কর্তৃক সম্পাদিত অডিটরস্ রিপোর্ট ও বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- ❖ বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে মেসার্স এস এফ আহমেদ এন্ড কোং ডিপিডিসিএল এর আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য গত ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত ০৯(নয়) বছর ধরে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১০৩ অনুযায়ী বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পেশাগত সেবা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, ০১ জুলাই, ২০০৮ তারিখ থেকে ডিপিডিসিএল এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়।

অনিয়মের কারণ :

- ❖ একই অডিট ফার্ম দিয়ে দীর্ঘ ০৯(নয়) বছর অডিট করার কারণে objectivity and independence এর প্রতি যে সব ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে বর্তমান অডিটর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তা নিরসনে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ❖ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২১০ এর উপধারা-০৩ এ কোম্পানির নিরীক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে নিম্নরূপ বলা হয়েছে: “যে কর্তৃপক্ষ দ্বারাই নিযুক্ত হয়ে থাকুক না কেন, অবসর গ্রহণ করতে যাচ্ছে এরূপ নিরীক্ষককে বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় নিয়োগ করতে হবে, যদি না,-
- ❖ তিনি পুনঃনিয়োগ লাভের জন্য তার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন; অথবা
- ❖ পুনঃনিযুক্ত হতে তার অনিচ্ছার কথা জানিয়ে তিনি কোম্পানিকে লিখিত নোটিশ দিয়ে থাকেন; অথবা
- ❖ তার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিতে নিয়োগ করার জন্য অথবা তাকে পুনঃনিয়োগ করা হবে না বলে স্পষ্টভাবে উক্ত সভায় একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে:
- ❖ তবে শর্ত থাকে যে, “দফা (গ) এর অধীনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে সভার পূর্বেই তৎসম্পর্কে ২১১ ধারা অনুযায়ী নোটিশ দিতে হবে, এবং তার মৃত্যু, অসমর্থতা, অযোগ্যতা বা অসততা ব্যতীত অন্য কোন কারণে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না”।
- ❖ ডিপিডিসির ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষা করার আগ্রহ ব্যক্ত করে এস. এফ. আহমেদ এন্ড কোং, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্টস পত্র প্রেরণ করেছে।
- ❖ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২১০ এর উপধারা-০৩ অনুযায়ী বিগত ৩০ মার্চ, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে এস. এফ. আহমেদ এন্ড কোং, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট কে ডিপিডিসিএল’র ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক হিসাব বিবরণী নিরীক্ষার জন্য আয়কর ও ভ্যাটসহ ২,০০,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ) পারিতোষিক প্রদানের শর্তে পুনঃনিয়োগ করা হয়।

অডিটের মন্তব্য :

- ❖ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নিরীক্ষক নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী নিরীক্ষক যদি পুনঃনিয়োগ লাভের জন্য তার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন তবে তাকে নিরীক্ষক হিসাবে পুনঃনিয়োগ করা যাবে না। এক্ষেত্রে আর্থিক নিরীক্ষায় দেখা যায় নিরীক্ষা ফার্ম ডিপিডিসিএল'র হিসাবের পূর্ণ প্রতিফলন তাঁদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রতিফলিত করতে পারেনি। যেমন-ভান্ডারের পূর্ণাঙ্গ হিসাব তাঁদের প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়নি। অনেক ব্যাংক হিসাবের হিসাব নম্বর ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে। অনেক তথ্য তাদের প্রতিবেদন বহির্ভূত রয়ে গেছে। ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট প্রদান করেনি। সুতরাং এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক নিরীক্ষক হিসাবে ০৯(নয়) বছর ধরে নিয়োগ প্রদান যথাযথ হয়নি।
- ❖ উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২২-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১০-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
- ❖ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরিত সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবেও অনুরূপ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ :

- ❖ নিয়মিত বিরতিতে অডিট ফার্ম নিয়োগে ব্যবস্থাপনাকে একটা নীতি প্রণয়ন ও অনুসরণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনাম : ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব ডিপিডিসিএল এর স্টোর শাখায় ভান্ডারে (রাজস্ব) রক্ষিত উল্লিখিত স্থিতির পরিমাণ ভান্ডার অফিসে রক্ষিত স্থিতির চেয়ে ৯২,১৫,৫৮,২৭৪ (বিরানবই কোটি পনের লক্ষ আটাল্ল হাজার দুইশত চুয়াত্তর) টাকা বেশি প্রদর্শন।

বিবরণ :

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসিএল) ঢাকা অফিসের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আর্থিক হিসাব ০৮-০৪-২০১৮ খ্রিঃ হতে ১০-০৬-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- ❖ নিরীক্ষাকালীন ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় স্থানীয় রাজস্ব ভান্ডার স্থিতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ১৭৫,৪০,৯১,২৩৭ টাকা। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (স্টোর) অফিস ও নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজস্ব ভান্ডার কর্তৃক সরবারহকৃত স্টোর হিসাব যাচাই করে দেখা যায় স্থানীয় রাজস্ব ভান্ডার স্থিতির পরিমাণ ৮৩,২৫,৩২,৯৬৩ টাকা। ফলে ভান্ডার অফিসের বাস্তব স্থিতির চেয়ে নিরীক্ষিত হিসাব (১৭৫,৪০,৯১,২৩৭-৮৩,২৫,৩২,৯৬৩)= ৯২,১৫,৫৮,২৭৪ (বিরানবই কোটি পনের লক্ষ আটাল্ল হাজার দুইশত চুয়াত্তর) টাকা বেশি প্রদর্শন করা হয়েছে অর্থাৎ নিরীক্ষিত হিসাব Overstated হয়েছে (পরিশিষ্ট-৫)।

অনিয়মের কারণ :

ভান্ডার (রাজস্ব) স্থিতির সঠিক হিসাব ডিপিডিসিএল এর নিরীক্ষিত হিসাবে আনয়ন করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ❖ কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রয়কৃত মালামাল এক অর্থ বছরে ভান্ডারে জমা হলেও তা অন্য অর্থ বছরে একাউন্টিং সিস্টেমে হিসাবভুক্ত করা হয়ে থাকে। কেননা মালামাল প্রাপ্তির সাথে সাথেই ভান্ডারে হিসাবভুক্ত করা হয় কিন্তু বিল পরিশোধের সময় একাউন্টিং সিস্টেমে হিসাবভুক্ত করা হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে অর্থ বছর শেষে ভান্ডারে মালামালে পরিমাণ এবং বার্ষিক হিসাব বিবরণীতে উল্লিখিত মালামালের পরিমাণ একই নাও হতে পারে।

বিবরণ	নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী	ভান্ডারের হিসাব অনুযায়ী	পার্থক্য
সমাপনী জের ৩০, জুন, ২০১৭	২৪৩,০৭,৬২,৬৪২	২১৮,৮৪,২৭,২৮২	২৪,২৩,৩৫,৩৬০


অডিটের মন্তব্য :

- ❖ ডিপিডিসিএল এর বিল পরিশোধ ও হিসাব সিস্টেমের উপর আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি। আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে ভান্ডার (রাজস্ব) স্থিতির উপর। জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে ভান্ডার মালামাল প্রাপ্তির সাথে সাথেই তা হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। নিরীক্ষা কর্তৃক উক্ত হিসাবের ৩০ জুন তারিখের সমাপনী স্থিতির উপর আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। ভান্ডারের (রাজস্ব) ৩০ জুন ২০১৭ খ্রিঃ তারিখের সমাপনী জের এবং নিরীক্ষিত হিসাবের সমাপনী জেরের মধ্যে ৯২,১৫,৫৮,২৭৪ টাকার পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ ভান্ডার (রাজস্ব) যত মালামাল আছে তার চেয়ে ৯২,১৫,৫৮,২৭৪ টাকার মালামাল নিরীক্ষিত হিসাবে বেশি প্রদর্শন করা হয়েছে। যে সমস্ত মালামাল ভান্ডারে প্রবেশ করেছে ও যে সমস্ত মালামাল ইস্যু করা হয়েছে তা সমন্বয় করেই ভান্ডার হিসাব তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং ভান্ডারের মালামালের চেয়ে বেশি মালামাল নিরীক্ষিত হিসাব প্রদর্শনের সুযোগ নেই। রাজস্ব ভান্ডারের স্থিতি এবং রাজস্ব হিসাবের স্থিতি উল্লেখ করে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। তাই রাজস্ব ও উন্নয়ন একত্রে বিবেচনা করার সুযোগ নাই। ৩০ শে জুন ২০১৭খ্রিঃ এর রাজস্ব ভান্ডার ও উন্নয়ন ভান্ডার একত্রে ২৪৩,০৭,৬২,৬৪২/- টাকা নিরীক্ষিত হিসাবে দেখানো হলেও ভান্ডারের হিসাবে অনুযায়ী ২১৮,৮৪,২৭,২৮২/- টাকা স্থিতির সমর্থনে কোন প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি। তদুপরি, ২৪,২৩,৩৫,৩৬০/- টাকার পার্থক্য রয়ে যায়। সমাপনী ৩০/০৬/২০১৮ এর ভান্ডারের হিসাব এবং নিরীক্ষিত হিসাব সমান উল্লেখ করা হয়েছে যা বিবেচনার বিষয় না।

- ❖ উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২২-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১০-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
- ❖ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরিত সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবেও অনুরূপ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ :

- ❖ রাজস্ব ভাণ্ডারের স্থিতির চেয়ে অতিরিক্ত স্থিতি নিরীক্ষিত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকায় ৩০ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব True and Fair চিত্র দিচ্ছে না। অর্থাৎ নিরীক্ষিত হিসাব ভুলভাবে উপস্থাপিত হওয়ায় তা সংশোধন করা প্রয়োজন।



(মোঃ মোস্তফা কামাল)

মহাপরিচালক

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ অডিট অধিদপ্তর